অর্ঘ্য

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনীদাসী

প্রণীত

কলিকাতা

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

প্রকাশিত

১৩০৯

কলিকাতা, ৭৮নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, নিউ ব্রিটানিয়া প্রেসে
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

আমার

লোকান্তরিতা জননীর

শ্রীচরণোদ্দেশে

অর্ঘ্য

অর্পণ করিলাম

মহালয়া,
১১ই আশ্বিন;
১৩০৯।

সূচীপত্র

বিষয়

অর্ঘ্য

অর্ঘ্য

কি দিয়ে পূজিব আজি—
প্রফুল্ল প্রসূন-রাজি
শুকায়েছে,—ফুল-সাজি,
কালের উত্তপ্ত বায় !

বিষাদ-বিষণ্ণ-মনে
পুণ্যাহ বৈশাখ দিনে
ভ্রমি শুষ্ক ফুল-বনে—
উথলে হৃদয় হায় !

কোথা সে নিকুঞ্জ শ্যাম
নয়নের অভিরাম
স্তবকে বিনম্র দাম
ললিত লবঙ্গ কই !

মাধবী জবা মালতী
অশোক চম্পক পাঁতি
শেফালী বকুল জাতি
গরবী করবী সই !

চুমিত-মধুপ-বৃন্দা
শীকরনিকরানন্দা
কোথা সে রজনীগন্ধা—
সকলি বিশুষ্ক ওই !

সকলি গিয়াছে সেই
আর ত কিছুই নেই—
যা আছে তা শুধু এই
শুষ্ক-প্রায় বিল্বদল ;—

তাই বন্দন-চন্দনে মাখি'
বসে' আছি, সিক্ত-আঁখি ;—
—পরশিতে পারিবে কি
দুর্ল্লভ চরণতল !

মন্ত্রহীনা

কি মন্ত্রে করিবে দীক্ষা
হে গুরু আপনি ?
নাস্তিক বলে'ও দেব
ক'র না ভ্রূকুটী ;
হেস না দাম্ভিকা বলে'
চিরান্ধ-রমণী ;
—প্রবেশিতে জ্ঞান-মার্গে
শত বাধা ত্রুটী।
রাখ তব বীজ মন্ত্র
তুলিয়া অন্তরে,
তৃণ-চিহ্ন-হীন কোন
বন্ধ্যা ভূমি তরে।
হে দেব ! হেথায় নাহিক স্থান।
সর্ব্ব আচ্ছাদিত ;
তৃণ-গুল্ম-লতা-তরু
কণ্টকে আবৃত।

আমারে দেছেন দীক্ষা
আপনি শর্ব্বাণী।
নানা মন্ত্রে নানা তন্ত্রে
সর্ব্ব-পন্থী আমি।

প্রাবৃটে

কভু আমি ধ্যান মগ্না,
ঘোর ঘনচ্ছায়ে
নিরখি সে শ্যামা, বামা
মুক্তকেশী মায়ে।
চক্ মক্ তক্ তক্
দীপ্ত তলবার,
পিছনে এলান কেশ—
প্রলয় আঁধার।
গুড় গুড় গুম গুম
পদ-শব্দ শুনি
উল্লাসে নাচিয়া উঠে
হৃদয়-শিখিনী!

কথন ফাগুন-দিনে
যমুনার কূলে
হেরি রাধা শ্যাম-বামে
চম্পক-দুকূলে।
রুণি ঝুনি রুণি ঝুনি
নূপুর-শিঞ্জিনী,
হৃদয়ের কুঞ্জে কুঞ্জে
জাগে বংশীধ্বনি।

কভু সুশুভ্র চামর কাশ
তুলি' পথে পথে
সারদার আগমন
সূচিছে শরতে।
কনক-বরণ-ছটা
দিগন্তে বিকাশ,
দশ দিকে বিকীরিত
দীপ্ত চন্দ্র-হাস।
দক্ষিণে ইন্দিরার পদতলে
পূর্ণ বসুন্ধরা,
চম্পক-বরণ-দ্যুতি
হরিত-অম্বরা।
বামে রক্ত-শতদল-দামে
শ্রীপদ দু'খানি,
শুভ্র-কুবলয়-কান্তি
চারু বীণাপাণি!
প্রসন্ন ললাটপটে
দীপ্ত জ্ঞান-জ্যোতি,
মোহ-ধ্বান্ত-বিনাশিনী
দেবী সরস্বতী।

কবিতা-কমল-গন্ধে
পূর্ণ দিক্ দশ,
লোলুপ মানস ভৃঙ্গ
বাঞ্ছিত পরশ।

কভু হেমন্তে নিরখি আমি
বরাভয়-দাত্রী
দারিদ্র্যনাশিনী দুর্গা
দেবী জগদ্ধাত্রী,
ধৃত মাঙ্গলিক শঙ্খ ;—
ধ্বনিত অম্বর
চারি দিকে প্রসারিত
কল্যাণ স্বকর।

শীতে সুশুভ্র তুষার মাঝে
হিমাদ্রিশিখরে
বিমল-রজত-কান্তি
হেরি যোগেশ্বরে।
রুক্ষ জটাজুটজাল
পড়েছে প্রসারি,
ঝর ঝর প্রবাহিত
মন্দাকিনীবারি।
ধুইয়া চরণ-যুগ্ম
বহিছে নির্ম্মলা,
ভৈরব পিনাক ঘোষে
ভীতা দিক্‌বালা।
নিদাঘেতে তীব্র দীপ্তি
পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়ে
নেহারি মানস নেত্রে
নির্ব্বাক বিস্ময়ে।

স্তম্ভিত নিস্তব্ধ দিবা
কুলায়েতে পাখী ;
প্রকৃতি ধেয়ান-মগ্না,
অবিচল শাখী ।
পুরুষ-প্রকৃতি দ্বৈত
অদ্বৈত পূজক
আমি শৈব, আমি শাক্ত,
আমি সে বৈষ্ণব ;—
—কি মন্ত্র আমারে দেব !
দেবে অভিনব !

প্রভেদ

আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি,—
তৃপ্ত তাহাতে অহর্নিশ ;
—ভুক্ত সেথায় কোটী বসুন্ধরা,
মুক্ত সেথায় শত সরিদ্বরা,
দীপ্ত সেথায় নবগ্রহ তারা,
বিকীরিত জ্যোতি দশ দিশ ;
আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি,
তৃপ্ত তাহাতে অহর্নিশ।

তুমি ভালবাস রূপ-গৌরব,
সুকোমল তনু শিরীষপেলব,
বিম্ব-বরণ অধর-পল্লব,
নয়নের সুধামাখা বিষ ;
—আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি,—
তৃপ্ত তাহাতে অহর্নিশ।

সেথা	কভু ভ্রমি আমি
বনবীথিতলে,
হরিণীর মত হরিত শাদ্বলে,
মৃদু-কুহরিত মধুর রসালে,
বাসনা-সায়রে মরালী ;
কভু	শতজন্মার্জ্জিত সাধ-শতদলে,
গুঞ্জিত ভুঞ্জিত মকরন্দে ভুলে,
ছিন্ন-সূক্ষ্মপক্ষ কেতক-মুকুলে,
ঘুরে ফিরে ফিরে কেবলি।

কখন মোহান্ধ বদরী-পল্লবে
আবদ্ধ গুটিকা নিজ মুখাসবে ;
নিজ কর্ম্মজালে গাঁথা সে।—
—বিষম রহস্য-গাথা সে !

কভু	কুন্দপ্রভ বসন্ত-প্রভাতে
স্ফুরিত আপনি আপন প্রভাতে ;
জ্ঞানরবি-কর-প্রদীপ্ত বিভাতে
বিচ্যুত সকল বাসনা ;
বিস্ময়ে নেহারি আপনা !

তুমি ভালবাস রূপ গৌরব,
সুকোমল তনু শিরীষপেলব,
বিম্ব-বরণ অধর-পল্লব,
নয়নের সুধামাখা বিষ,
আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি,—
তৃপ্ত তাহাতে অহর্নিশ।

কবি-যশ

পলে পলে মরি' এ মর জীবনে
ধরে যে জীবিত-নাম
তারে কি জীয়াতে পারে লো সজনী !
কবির অমর নাম ?
বেদনার রাশি, পরিখার সম,
প্রাণ যার আছে ঘিরি,—
আসিয়া কল্পনা দূরে যায় সরে'
চেয়ে চেয়ে ফিরি' ফিরি' ;
পিঞ্জরের পাখী, প্রভাতে প্রদোষে,
গাহে লো বেদনা-গান ;—
তারে যথা, সই, সাজেনাক—তথা
আমার এ কবি-নাম !
স্বাধীন হৃদয় শুধু বিড়ম্বনা
নারীদেহে ওরে সখী.
আপনার মাঝে ডুবিয়া আপনি,
পরখি' দেখিও দেখি ।

চিরবসন্তের ভাতি কারো প্রাণে
থাকে যদি ধরাধামে,
তাহার শিরস সাজুক সজনী,
কবির অমর নামে।
এই বোঝা ল'য়ে, এই ব্যথা ব'য়ে,
ত্বরিতে চলিয়া যাই,
নাম ধাম কিছু চাহি না সজনী,
যদি পথে দেখা পাই।

পুরস্কার

চারি দিকে ঘিরি,　　　স্তরে স্তরে গিরি,
　　মিশেছে দিগন্ত কায়।
তুষারে মণ্ডিত　　　শুভ্র হিম-শৈল,
　　তৃণগাছি নাহি তায়।
শুভ্র মেঘরাশি　　　ধীরে ধীরে ধীরে
　　ভ্রমে সদা তদুপরে,
উচ্চ গিরিশৃঙ্গ　　　কভু ফেলে ঢেকে,
　　কখন বাহির করে।
উঠিয়াছে চাঁদ　　　সে কোন আকাশে—
　　ছাঁদ নাহি যায় দেখা,
দিবা কি নিশীথ　　　পারি না বুঝিতে
　　বিশদ আলোক মাখা।
মধ্যস্থলে গিরি　　　আরো উচ্চতর,
　　মেঘ শুয়ে তদুপরে ;
তুষার কাটিয়া　　　নির্ম্মিত মন্দির,
　　ইন্দ্র-ধনু-প্রভা ক্ষরে।

ঝর ঝর ঝর মুকুতার ঝার
বিন্দু বিন্দু বারিকণা
ঝরে অবিরল সে মন্দির হ'তে
দ্রবিত তুষারকণা।

দেব কি মানব কেহ কোথা নাই,
নাহি তৃণ তরুরাজি,
অনন্ত এ শুভ্র শোভার মাঝারে
কেন আমি একা আজি ?
চারি দিকে চাই, কেহ কোথা নাই,
শুধু শ্বেত শৈলমালা
সুদূর দিগন্তে গিয়াছে মিশিয়া
এ কি শুভ্রতার মেলা !
ধীরে ধীরে ধীরে, আনন ফুটিলে,
কহিলাম মৃদুস্বরে,—
'নির্ব্বাসিত আমি এ সুন্দর স্বর্গে
পাপ কিবা পুণ্য তরে ?'
জলদ-গম্ভীরে পশিল শ্রবণে,
—'এ তোমার পুরস্কার।'
হায় ! এ শোভার মাঝে নর-মুখ নাই
সকল শোভার সার !
পড়িল ঝরিয়া দীন আঁখি হ'তে
এক বিন্দু অশ্রুধার !

তেয়াগি' নিশ্বাস হইনু বাহির
মন্দির দুয়ার খুলি' ;
একা আনমনে কত না ভ্রমিনু
চরণে নীরদ দলি'।
কঠিন পরশে চমকি' জাগিল
কত না বিদ্যুৎলেখা !
শুভ্র অঞ্চল লুটিয়া লুটিয়া
হ'য়ে গেল তাহে মাখা।
গতি মন্থর, চরণ কাতর,
অবসাদ-পূর্ণ হিয়া ;—
সে নিসর্গ-রূপে কাতর নয়ন
ঢাকিনু দু' কর দিয়া।
অঙ্গুলি বহিয়া পড়িল ঝরিয়া
ঝর ঝর অশ্রুধার ;
কহিনু কাঁদিয়া,— 'নির্ব্বাসিত আমি,
এ মহান কারাগার !'
কত ক্ষণ ছিনু পারি না বলিতে
বসি' সে তুষার-ভূমে,
ক্রমে ক্রমে দেখি ছাইছে আমারে
কি এক মোহের ঘুমে।

* * *

পরশে কাহার উঠিনু জাগিয়া
একটি তরুণী নারী,
সে মধুর মুখ কভু কি ভুলিব ?—
র'বে শত জন্ম ভরি' !

তড়িৎ-বরণী-পরশে জাগিল
তড়িৎ হিয়ার মাঝে,
সুপ্ত পুলক জাগিয়া আবার
শোভিল নবীন সাজে !
করে করে ধরি' মনানন্দে ফিরি'
সুন্দর সে গিরিশিরে,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোথায় এসেছি ?—
না জানি কত সে দূরে।
এ গিরি-প্রদেশ আরো যে সুন্দর !
কিবা নীল শৈলমালা !
অঞ্জন-বরণ নবীন নীরদ
উড়ে' উড়ে' করে খেলা।
স্থানে স্থানে শোভে নিকুঞ্জ শ্যামল,
নীল কিশলয়রাজি।
নীল গুল্মস্তূপ, ব্রততী নবীন
সুনীল শোভায় সাজি'।
কিবা নিরঝর ঝর ঝর ঝর
ব'হে যায় নীলধারা !
সে নীল শোভায় উনমাদ হিয়া,
হরষে ময়ূরী পারা
নেচে নেচে ফিরে ; দেখি নাই ফিরে,—
কখন মোহিনী বালা
সুন্দর সে নীলে ডুবায়ে আমারে
গিয়াছে করিয়া ছলা।

যাবে সে কোথায় ? ধরিব এখনি—
(মোর সাথে লুকোচুরি !)
—অক্লান্ত-চরণ বালিকার মত
শিখরে শিখরে ঘুরি।
খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিনু অদূরে
ওই যে রয়েছে বসি' !
মেদুর অম্বর এসেছে নামিয়া
পি'তে কি ও রূপরাশি ?
ঘন, ঘনতর ছাইছে আঁধার
আননে বসন ঢাকি,
লুকাতে কি মোরে পারিবি সজনী !
ভুলায়ে হৃদয়, আঁখি ?
ধীরে ধীরে ক্রমে নামে অন্ধকার,
দেখিতে ভাল না পাই ;
ধীরে ধীরে ধীরে বসিয়া পারশে
আনন খুলিতে চাই।
একখানি বাহু রাখিয়া গলায়
আর হাতে খুলি মুখ,—
থর থর তনু উঠিল কাঁপিয়া
দুরু দুরু করে বুক।
কোথায় তরুণী ! দু'টি বাহু কার
নীরবে ধরিল ঘেরি',—
আকুল পরশ পরশে গো কার
চেতনা লইল হরি' !

আষাঢ়ে

এই কি আষাঢ় সেই প্রিয়দরশন,
বাতায়নে বসি' যার নয়নে নয়ন
নিক্ষেপিয়া দেখিতাম—কত কি কাহিনী!
অতীতের দ্বার-পাশে বসি বিরহিণী
গণিছে কুসুম ধরি' বিরহের দিন ;—
—প্রভাতের শশিলেখা যেমন মলিন।
অলক আগগুলম্বী পড়িয়াছে ঝুলে,
সরাইছে বার বার চম্পক অঙ্গুলে।
প্রথম আষাঢ়দিনে বিরহী উন্মনা
সহিয়া বিচ্ছেদ-ক্লেশ বিহীন চেতনা।
যুক্তকরে সানুনয়ে জলদের পাশে,
কত ভিক্ষা করে যেতে প্রিয়ার সকাশে।

গুরু গুরু গরজন, দামিনী-চমক,
ঘন আঁধিয়ার নিশি ; ভীষণ ভুজগ
তমস্বিনী অগ্নি-জিহ্বা মেলে বার বার ;
জগত করিছে গ্রাস করাল আঁধার।
পঙ্কিল কানন-বীথি ; শঙ্কিতচরণা
মুখর মঞ্জীরে রামা করিয়া তাড়না
ফেলে দিয়ে যায় রোষে দ্রুত পাদচারে,
প্রেম কি পিছলে পদ ত্যজে অভিসারে ?
অনাহূতা গুণমুগ্ধা সলজ্জা মধুরা
প্রিয়-দরশন-লুব্ধা বারবধূ বরা,
চারু-প্রাবারক-গাত্রা বিবশা কম্পিতা,
গুরু গরজিতা নিশি মিলন-সূচিতা।

শ্রাবণে

অকূল পাথার সম শাঙনের মেঘ ভায়,—
উহাতে ভাসায়ে তরী কে যাবি গো আয় আয় !
ছল-ছল জলবেগ,
শমিত নমিত মেঘ,
গুরু গুরু গুরু গুরু দুরু দুরু হিয়া ভায় ;
উহাতে ভাসায়ে তরী কে যাবি গো আয় আয় !
তড়িৎ-ক্ষেপণী-ক্ষেপে,
বিদারি' বিদারি' মেঘে,
ধবল অঞ্চল চারু তুলে দিবি পাল তায় ;
শাঙন-গগনে তরী ভাসায়ে কে যাবি আয় !
'জল দে' 'জল দে' ডাকি'
ঐ গো ডাকিছে পাখী,
তাহার তৃষার নীর বিতরিয়া যাবি তায় ;
শাঙন-গগনে তরী ভাসায়ে কে যাবি আয় !
উড্ডীন বলাকা-কুল
অলকে দানিবে ফুল,
উড়িবে নাগিনী-চুল চঞ্চল অঞ্চলবায় ;
ধবল তরল মেঘ অনুকূল বয় বায় !
ডাকিতে ডাকিতে পথে,
যা'ব তুলি দু'টি হাতে,
অজানা পথিক কেহ যদি গো আসিতে চায় ;
শাঙন-গগনে তরী ভাসায়ে কে যাবি আয় !

গাথা

গম্ভীর নদীর জলে,   ভাঙ্গা চাঁদ তলতলে,—
ও কে দূরে যায় চলে, বেয়ে তরণী ?
আকুল যুগল আঁখি   পিছনে বারেক তাকি',
যেন কারে যায় ডাকি নীরব বাণী।
ঝোপে গুল্মে তরুশিরে   জ্বলে জোনাকির হীরে,
শোনা যায় দূর চরে শিবার ধ্বনি,
ও কে ফিরে যায় ঘরে বেয়ে তরণী।

গভীর ঝিল্লীর গীত গাহে রজনী,
জলে স্থলে ব্যাপি' কায়া   কাঁপে বাবলার ছায়া,
স্বপ্নে জাগরণে চিত্র করা অবনী !
ও কে ফিরে যায় ঘরে বেয়ে তরণী।

খস্ খস্ পত্র শাখা,   বাহুড় ঝাপটে পাখা,
দীপ হাতে চলে একা কূলে তরুণী।
ডুবু ডুবু তরী প্রায়   দীপ নিভু নিভু বায়,
পিছে ফিরে নাহি চায় দ্রুতগমনী।

সহসা উদিল মেঘ,   লাগিল বায়ুর বেগ,
চমকি চমকি ঝকি গেল দামিনী।
আঁধারিল তরুতল,   আঁধার নদীর জল,
অনাবৃত হৃদিতল শ্যামা কামিনী।
যুবক উঠিয়া কূলে,   বাঁধি তরী তরুমূলে
রাখিল জানুর পরে নত মু'খানি,
কহিল নিশ্বাস ফেলে—   'আসিনু আতিথ্য-ছলে,
ভালবাস—এই ভুলে হায় রমণী!
একটি না কয়ে কথা,   নীরবে সঁপিলে ব্যথা,
এই কি আতিথ্য-প্রথা? ধিক্ কামিনী!
এসেছিনু আশা নিয়ে,   ফিরালে নিরাশা দিয়ে,
এমন কঠিন হিয়ে আগে না জানি।
চিরদিন তোরে নারী!   কখন বুঝিতে নারি,
এ বার চলিনু বুঝে, তোরা পাষাণী!'
মৃদু মৃদু টল-টলি',   তরণী উঠিল দুলি',
হাসিল বিজলী ঝলি', শুনে কাহিনী,
শিহরে তরুণ কায়,   এ কি মৃদু শীত বায়?
কাহার চিকুর-ছায় ছায় মু'খানি?

স্মৃতিমন্দির

নাহি বটে সম্রাটের ধন রত্ন স্তূপীকৃত,
যাহে রচি মম্‌তাজ ভূমিস্বর্গ অতুলিত ;
যতনে স্থাপিত করি ক্ষুদ্র বর তনুখানি
মৃত্যুরো মাঝারে তুমি র'বে হ'য়ে রাজরাণী ;
নেহারিয়া মর্ত্যজনে ভাবিবে বিস্মিত হ'য়ে
কোন বিশ্ববিমোহিনী শিল্প-পারিজাতে শুয়ে !
তবু যাহা আছে মোর, হ'লেও তা সামান্যতঃ,
বালিকা লীলার ক্রীড়াগৃহ হবে মনোমত ;
নব অশ্রুমুক্তাহারে বেঁধে দিব কেশভার,
থাক মোর অন্তঃপুরে লীলাবতী মা আমার !

নির্ম্মাল্য

মোর লাবণ্য-কমল-মালা- স্থশোভিত অঙ্গ জানি,
মুগ্ধ তাহে আমারি নয়ন,
জানি গো সৌরভ তার বিকীরিত দিগন্তরে,
উনমাদ মত্ত সমীরণ!
কত মৌন সাধনার বাসনার স্তূপাকার
আছে জানি চারি ধারে ছেয়ে,
শত অলি-গুঞ্জরণ, নূপুরের শিঞ্জরণ
নিশি দিশি রুণি ঝুনি পায়ে।
শুনায় গর্ব্বের মত, নহি কিন্তু গরবিনী,
অনাথিনী অভাগিনী বালা,
প্রদানিয়া আপনারে, পূজিয়াছি দেবতারে,
নিবেদিতা এ কুসুমমালা।
নির্ম্মাল্য এ মাল্যে আর, নাহি কারো অধিকার,
ভাসিবে জাহ্নবী-নীর-ধারে।
দত্ত যাহা দেবতায়, সে শুধু বালকে চায়,
জ্ঞানহীন ক্ষমিনু তাহারে।

যমুনা-স্নানে

কুলু কুলু !
এ কি তব আকুল কল্লোল !
শুনিতেছি যমুনে লো ! তোর তীরে বসি,
ঘুর্ণিয়া ঘুর্ণিয়া ওই হৃদয় মন্থিয়া
ও কি প্রবাহিয়া যায় তরঙ্গের রাশি ?
পাষাণসোপানতলে কল অট্টহাসি
কে হাসিছে ? ও কি হাসি উন্মাদিনী সখী ?
দেখিয়াছি, দেখিতেছি একান্তে নিরখি—
সেই তো দুকূলা ওলো তোর উপকূলে,
সেই মত—সেই মত আহীরসুন্দরী
তেয়াগি সরম-শাটী চম্পক-দুকূলে,
মাজিছে বরাঙ্গ শত মন-সাধে ভরি ।

সেই মত করে শোভে কঙ্কণ মুদরী,
নাসায় বেসর শোভে, কর্ণে কর্ণফুল,
সেই মত মুখরিত নূপুর গুর্জ্জরী,
মিশিতে মার্জ্জিত হাসি, দশন অতুল,
কারো কুন্দ দন্তপাঁতি স্বর্ণে মণ্ডিত,
শারদ কনক রৌদ্র হাস্যে বিকশিত,
সেই ত গো সুনয়ন উজ্জ্বল কজ্জলে,
চন্দ্রের মণ্ডল নথ মুখচন্দ্রে ঝুলে।
কলিত ললিত কণ্ঠ আগ্রীবমগনা,
স্খলিত নাগিনী বেণী, পিনদ্ধযৌবনা,
সেই ত কদম্ব-নিম্ব-শোভী উপকূল,
গাগরী নাগরী সেই ঘাগরী দুকূল।
'সেই আমি' ধীরে ধীরে নামি তব নীরে,
এই বুঝি এই বুঝি কাছিমেতে ঘিরে।
চরণ পিছলি যায় পাষাণসোপানে,
ধরেছি ললিত বাহু কাহার কে জানে!
'মৎ ঘাবড়াও' সাথে উঠে হাস্যধ্বনি,
নামায়ে দিয়াছে নীরে ক'রে টানাটানি!
দুলাও তরঙ্গভঙ্গে কাহে লো যমুনে?
জানা আছে সন্তরণ,—সান্ত্বনাটি মনে।
এই ত তরঙ্গভঙ্গে প্রবাহি' যেতেছ অঙ্গে,
কি বেদনা উন্মাদিনী বল গো এবার,
হৃদয়ে হৃদয়ে হোক বেদনা-সঞ্চার!

৩

এই তব শ্যাম তীর মরি কি সুন্দর !
উন্নমিত শ্যাম শৈল পরশে অম্বর।
তুমিও ত নীলাঙ্গিনী সেই মনোরমা,
তোমারি তোমারি সাথে তোমারি উপমা।
বিরাজিত ভগ্ন দুর্গে অতীত গৌরব,
ধুয়ে গেছে কালনীরে সমস্ত সৌরভ ;
আচ্ছাদিত তৃণগুল্মে কক্ষ মনোহর,
বসিয়া বিস্তারি' পুচ্ছ শিখিনী সুন্দর,
বনপুষ্প-দ্রুমরাজি প্রাসাদশিখরে সাজি
দিতেছে মানবে সাক্ষ্য সকলি নশ্বর ;
গর্জ্জে' নাক মেঘমন্দ্রে কামানের ধ্বনি,
নেচে নেচে তালে তালে বহিতে রঙ্গিনী,
ওরি পানে চেয়ে কি লো হাস উন্মাদিনী !
যাই সখি ! ভ্রমি ক্ষণ ও ভগ্ন প্রাসাদ—
দেখি যদি খুঁজে মিলে নব অবসাদ !

কবির প্রতি কবি-প্রিয়া

হে কবি,

একা এ নির্জ্জন ঘরে,
এ বাদল ঝর ঝরে,
না জানি সে কি তোমারে
দিতে সাধ যায়!
তোমার অতৃপ্তি-ক্ষুধা
মিটাতে সে কোন সুধা
আনিয়া আহরি প্রিয়!
পিয়াব তোমায়!

ঘন ঘনচ্ছায়ে ঘোর,
আকুল অন্তর মোর,
নব রূপে চাহে বঁধু
সঁপিতে আপনা;
বিলসে বিদ্যুৎশিখা,
ত্যজহ অলস লিখা,
দূর দূর কর কল্পনা!

ওই যে প্রান্তরভূমে,
আকাশ পড়েছে নুয়ে,
মিশেও মেশেনি ছুটি
তৃষার্ত্ত অধর—

হে আমার প্রিয় পাখী,
ওই লাজ বাধা মাখি,
মোরে কি নবীন করি
করিব গোচর ?—

কিবা, ঘনশ্যাম নীপকুঞ্জে
নব শ্যাম তৃণপুঞ্জে
ডুবাইয়া শ্যামল অঞ্চল,
মাজিয়া এ শ্যাম কায়
শাওন দিবার প্রায়
ক'রে দিব তোমারে বিহ্বল !

কিবা, ওই বাতায়নে পশি'
এই কৃষ্ণ কেশরাশি
খুলি তরঙ্গিয়া দিব
তিমির-নির্ঝর,—

তাহা হ'তে লয়ে' মসী,
তুমি গো লিখিবে বসি,
বরষা-মঙ্গল-গীতি,
ঘন ঘনতর !

নীরদ সোপানাবলী,
অতিক্রমি' যাবে চলি,
অভিমানে গরবিনী
সপত্নী কল্পনা !

আমি মোর রাজ্য মাঝে
প্রবেশি নবীন সাজে
রচিব নবীন উৎস
নবীন জল্পনা !—

নিঃশেষে করিয়া পান
ধরিবে নবীন গান
গুরু গুরু গম্ভীর মেদুর ;

চকিত জগৎবাসী
চমকি চাহিবে আসি,
বিসারি অলস হাসি,
বিলাস-বধূর !

রহি' অন্ত অন্তরাল,
দিব সঁপি রুদ্রতাল,
বাজিবে গো মৃদঙ্গ গভীর ;

হ'য়ে সে আরাবাক্রান্ত,
টুটে যাবে বাহু-বন্ধ,
দূরিবে অধর-দ্বন্দ্ব
লাজে দম্পতীর !

মনোবিজ্ঞান

আমার নয়ন দু'টি তোমাতে যেতেছে ছুটি',
বহু দিন পরে পুনঃ বহু জন মাঝে,
তোমারো কি যেন আসি আমারে সম্ভাষে হাসি',
কতবার গৃহান্তর দেহান্তর মাঝে ;—
এ নীরব অভিনয়, কি জানি কেমনে হয়—
মরমে মরম-স্পর্শে ঐক্যতান বাজে !

তবু স্থূলেন্দ্রিয় জীব দেখিবারে উদ্‌গ্রীব
ঘন যবনিকা আড়ে কি রয়েছে ফুটে,—
কোন চিত্র বিকশিত ?— কি গান নীরবে গীত ?
ধূপগন্ধ সম যার পূত গন্ধ উঠে !—
জানিতে কুতকী চিত্ত, কে করে নিত্য এ কৃত্য,
এ অন্তর-রহস্যের নায়ক গোপন ?—
—হৃদি তাই বৈজ্ঞানিক-চিন্তায় মগন।

তৃষ্ণা

তৃষ্ণা কৃষ্ণা বিভাবরী
ধীরে ধীরে যাবে সরি'
কবে এ হৃদয় হ'তে
হইয়া অন্তর !
কবে, আত্মজ্ঞান পূর্ণ ভাতি—
নির্ম্মল শশাঙ্ক-রাতি
উদিবে হৃদয়ে সত্য-
তত্ত্ব সুধাকর !
বাসনা-চকোর হিয়া
কবে বা সে সুধা পিয়া
লভিবে নির্ব্বাণ তৃপ্তি
প্রকৃত মরণ !
শীতান্তে বসন্ত হাসে
আবার বরিষা গ্রাসে,
ঘুরে ফিরে ভিন্ন মূর্ত্তি
অভিনেত্রী মন !
নব নব মোহ-জাল
রচিতেছে জাল্ম কাল,
মুগ্ধ তাহে অতিশয় মতি ;
কোথা দেবী জ্ঞপ্তিরূপা,
সেবিকারে কর কৃপা,
দেহ শান্তি পদাশ্রয়রতি !

পরশ-ফাঁদ

মনে হয় কে যেন
আমায় ভালবাসে ;
তাহার বাসনাখানি
মোর চারি পাশে
মৃদুল মলয় প্রায়
অলক্ষ্যে বহিয়া যায়
গোপন তরাসে !
মনে হয় কে যেন
আমায় ভালবাসে ;
জানি না জীবিত মৃত—
পুরুষ সে কি যোষিৎ ?
অস্পষ্ট কাহার ছায়া
যেন ভেসে আসে—
মাঝে মাঝে আঁখি-পথে
তন্দ্রার আবেশে !

শান্ত নদী সান্ধ্যচ্ছায়
দূরে গ্রামখানি ভায়,
তন্দ্রার আবেশ মত
ঘনায় আঁধার ;
কি জানি কি চাহি চিত্ত
ভ্রমে চারিধার !
মনে হয় কে যেন
নীরবে এসে পাশে
বাঁধিয়া ধরেছে বাহু
স্নিগ্ধ বাহুপাশে ।
ফিরে যেতে চাহি গৃহে,
চলে না চরণ—
কার এ পরশ-ফাঁদ
সুদৃঢ় এমন !

ডিটেক্‌টীভ্

দিনরাত পাছে পাছে ঘুরিস্ নিয়ত
তস্করের মত—ওরে তস্কর-প্রহরী !
আর কি করিবি মোর ওরে দৃঢ়ব্রত ?
যাহা ছিল লয়েছিস্ এক এক করি !
জীবন আকাশ হ'তে চন্দ্রের কিরণ
নেছিস আঁখির জ্যোতিঃ করিয়া হরণ !
মুহূর্ত্ত রাখ না কভু মিনতি কাহার
ভীষণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ! জানি সে তোমার
ক্ষমতা অতুল যত ; এবে থাক বসে'
কুক্কুরের মত মোর শয্যার পারশে ;
চেয়ে চেয়ে মুখে কর্ চরণ লেহন।
একদিন দেব ফেলে অস্থি কয়খানা,—
মন-সাধে বসে' বসে' করিস্ চর্ব্বণ !

জীবন-বিহঙ্গ

সোনার শিকল পায়ে কি সাধে পরালি রে
পিঁজিরার মাঝে মোরে ঘিরি ?
ও নীল আকাশে চাহি' পরাণ উদাসে রে,
কেমনে যাইব হোথা ফিরি ?
সুস্বাদু গরলকণা মায়ার পিয়ালা রে,
টানিয়া ফেলিয়া দেহ দূরে,
ও শ্যাম কানন মাঝে ডাকে শত বিহগী রে,
কি করে' যাইব হোথা উড়ে ?
ওই বনে আছে মোর, পরাণ-পিয়াটি সে যে,
নিতি ডাকে প্রভাতে প্রদোষে,
ওই গান শুনে মোর, প্রাণ বাহিরিতে চায়,
ত্যজি ছার দেহ কারাবাসে।
মনে হয় আছে কাছে, দেখিতে না পাই গো,
তাহে যে কেমন করে হিয়া,
বিরহবিলাপে তাই, দিবানিশি গাই গো,
যদি পারি দিতে বুঝাইয়া !

তুমি

সকল হৃদয়ে বেঁধেছ ঘর,
সকল চিত্তে প্রসারি—
কিবা ক্ষুদ্র কূপ, তড়াগে পল্বলে,
দিগন্ত-প্রসারী নীল সিন্ধুজলে,
সমান ও দীপ্তি সকলেতে ঝলে,
কে তুমি হৃদয়-বিহারী!

আমি ভালবাসি চিত্ত আপনার,
ভালবাসি তাই হৃদয় সবার,
ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, এ চিত্ত আমার
বুঝিবারে শুধু না পারি!

ভূলোক, দ্যুলোক, গ্রহ, পারাবার,
সবই ত ধরেছে নিখিল সংসার,
তবুও দরিদ্র আবার ও আবার,
আরো নিতে কর প্রসারি!

বিচিত্র ও চিত্ত-রহস্য মধুর,
কোথা যেতে চাই, শেষ কত দূর,
যেতে পারি কিবা না পারি !

না পারি বুঝিতে যদি এক বর্ণ,
আশা আছে তবু ছাড়িব না কর্ণ,
ঝটিকা তুফানে হয় হবে মগ্ন,
—নহে পাবে তীর এ তরী !

মোহ-যবনিকা তোমারে ঢেকেছে,
দেখিতে না পাই থাকিলেও কাছে,
শুধু তৃপ্ত হই ভাবি' আছে, আছে
মোর ঘরে প্রিয় আমারি !

মিলন

কই সে মিলন পুরাতন !
বিরহে শত কথা
উভয় হৃদে গাঁথা ;
মিলনে ভাষাহীন আলাপন—
কই সে মিলন পুরাতন !
অধরে শুধু হাসি,
বাহুতে বাহু-ফাঁসি
সরস-পরশ-নিমগন—
কই সে মিলন পুরাতন !
এখন আসে দিন
একাকী উদাসীন,
না জানি কোথা লীন সে এখন ?—
কই সে মিলন পুরাতন !

সুন্দরী

আসিয়াছিল সে ভেসে নীরদের দেশ দিয়া,
পাল-ভরা ক্ষুদ্র এক-তরণীর প্রায়,
        নয়নে তড়িৎক্ষেপ,
        চিকুরে লেগেছে মেঘ,
জোছনা গিয়াছে মেখে সুতনু-লতায়—
লেগেছে অরুণরাগ অঞ্চলকোণায় ;
ঝরা তারা 'পড়' কাল চিকুরের গায় !

বহু দিবা বহু নিশি অতিক্রম করি'
নিশ্চিত সে বর্ষ ধরি' এসেছে সুন্দরী ;—
শারদ-কনক-রৌদ্রে রঞ্জিত বসন,
শীতের কুয়াসা মাখা উড়ানিশোভন !

অমার শর্ব্বরী ঘোর গুটায়ে অলকে,
শ্রাবণের ঘনচ্ছায় নয়নপল্লবে ;
সন্ধ্যার সিন্দূর মেঘ এক বিন্দু বারি
পড়েছিল কবে শুভ্র সীমন্ত উপরি !

অপবাদ

তোমাতে আমাতে আছে কি মিলন
জানি না মূলে!
অথচ সকলে তুলে দেছে কথা,
মৃদু মর্ম্মরি' কহে লতা পাতা,
ইঙ্গিতে দুলে;—
তোমাতে আমাতে আছে কি মিলন!
জানি না মূলে!
গুঞ্জরি কেহ কহে কাণে কাণে,
কুহরিয়া কেহ গাহে বনে বনে,
তাই কভু আসে সংশয় মনে
—আপনা ভুলে,
তোমাতে আমাতে আছে কি মিলন
জানি না মূলে!
হেরিলে তোমার জ্যোতির্ম্ময় হাসি
মোর দলগুলি ফুটে সে বিকাশি';—
দিকে দিকে ছুটে সৌরভরাশি
সমীরে বুলে,—
তোমাতে আমাতে আছে কি মিলন
জানি না মূলে!

তোমার হাসিতে হাসিয়া আকুল
হয় না কি বনে শত বন-ফুল,
শত বনবীথি, জাগেনা কি নিতি,
—শত বিহঙ্গম গাহে না ?—
জগৎ কি তোমা চাহে না !
মুদিত নয়নে, তাই ভাবি মনে
আপনা ভুলে,—
তোমাতে আমাতে ছিল কি মিলন,
কখনো মূলে !

অরণ্যদর্শনে

নিবিড় ঘন বন দ্রুমসঙ্কুলা,
কপোত-কুহরিত কানন-লীলা,
গন্ধিত ফুলবেণী লম্বিত শাখে,—
রঞ্জিত বনতল চূর্ণ পরাগে,
শঙ্খ-নিনাদিত বন-মন্দিরে
বিঘোষিত স্তবগীত সান্ধ্য সমীরে ;
বিথারি' বনফুল ঘন অরণ্যে
স্থাপিত গোপনে সুকুমারী কন্যে,
মুগধ দিঠি ভরে, যদি পড়ে টুটি,
নিভৃত বনালয়ে তাই রহে ফুটি,—
সুন্দর শ্বেত নীল বরণ-বিকাশ,
মৃদুল সুকোমল উথলিত বাস।
কণ্টক-দ্রুমপরে কণ্টকী লতা—
যোগ্যে যোজিত কিবা সুন্দর প্রথা !
বিম্ববিলম্বিত লতা-নিকুঞ্জে,
বিহগ বিহগী তিরপিত ভুঞ্জে।

শিথিল কুন্তল অঞ্চল লুটে,
বিক্ষত পদতল কণ্টক ফুটে ;
শিল্প চাতুরী এ গো কার নিভৃতে,
আকুল অন্তর তাহারে পাইতে।
নিভৃতে নিবশে, বসি' মনচোর
মুগধ নয়ন হৃদয় ভোর !
লিখিতে সুন্দর ছবি দুরাশা,—
মিলেনা মিলে না মনোমত ভাষা !

সান্ত্বনা

আধি ব্যাধি দুঃখ শোক জ্বালা,
সংসারের বৃশ্চিক-দংশন,
শ্যামাঙ্গিনী! তোরই কাছে শুধু
আছে তার স্নিগ্ধ প্রলেপন।
যবে শরবিদ্ধ হরিণীর মত
ছটফটি পড়িয়া ধূলায়,—
অনাহূত রবাহূত কত
আসে নিয়ে সহস্র উপায়।
অশ্রুজলে পূত অশ্রুজল
মিশায় গো কোন দয়াবতী,—
কেহ জ্বালি দীপ্ত জ্ঞানানল
শুনায় সে মহান্ ভারতী ;
নড়েনাক তবু গুরুভার
পরিশ্রান্ত হৃদয় দোলায়—
চাপিয়া বসিয়া যেন রে সে
আপনার গুরুত্ব বোঝায় ;
মুখ দিয়া ছুটে বাষ্পরাশি,
কুণ্ডলিত ঘুরিয়া ঘুরিয়া,

প্রায় বদ্ধ করে' দেয় শ্বাসে
যত কিছু সমস্ত ঢাকিয়া ;
হাঁপাইয়া উঠি গো তখন
ছুটে গিয়া পড়ি তব কোলে,
সর্ব্বাঙ্গে বুলায়ে দাও কর
সুশীতল মলয়-হিল্লোলে ;—
ভুলে যাই ক্ষুদ্র আপনারে
হেরি মুক্ত উদার আকাশ,
দূর করে সব শ্রান্তি গ্লানি
সুধাদ্রব সুধাংশু-বিকাশ।

ভিক্ষা

নির্ব্বাণ মুক্তি দিও না আমারে,
মোহান্ধ রমণী আমি,
সুন্দর এ ধরা ফিরে ফিরে মোরে
দিও হে জগত-স্বামী !

এমন সুন্দর করিবে আমারে,
মোর রূপে ধরা দিতে পারি ভরে'—
সৌন্দর্য্যের মাঝে নিবসি' তোমারে
হেরিব দিবস যামী !

হেন প্রসারিত কর হৃদি মম,
ধরে তাহে তব ও'রূপ অসীম,
তোমারে লইয়া হে অন্তরতম
সদানন্দ মঠে বিহরি ;—

নির্ব্বাণ মুক্তি দিওনা ক মোরে
—হে প্রিয়, হে চিত্তবিহারী !

বসন্তে

মধু মর্ম্মর, মৃদু গুঞ্জর,
দিয়েছে বসন্ত কাননে ;—
আমি কি করেছি, কারে কি দিয়েছি,
ভাবিতেছি একা নিজনে !
দোয়েল দানিছে অবিরাম গীতি, জ্যোৎস্না দিয়াছে সুবিমল ভাতি,
পূর্ণ পূর্ণিমা-রাতি রে ;
রজনী দিয়াছে প্রান্তর হৃদে
অশ্রু-শিশির গাঁথি রে ;
দিয়াছে বকুল বিছাইয়া তলে
পুষ্প-শয়ন পাতি রে ;
গোধূলি দিয়াছে উদার ললাটে
স্বর্ণ-মুকুট বাঁধি রে ;
সন্ধ্যা দিয়াছে শ্রান্ত রবিটি
ঘন কেশপাশে ঢাকি রে ;
প্রভাত দিয়াছে চুম্বন-রাঙ্গা
শ্যাম কপোলে আঁকি' রে ;

মধ্যাহ্ন দেছে স্নিগ্ধ মধুর
ঘুঘুর করুণ গীতিটি ;
নীহারিকা দেছে আঁকিয়া আকাশে
ছায়াপথের সিঁথিটি ;
শরৎ দিয়াছে কনক হরিদ্রা
শ্যামল ধরারে মাখায়ে ;
প্রাবৃট দিয়াছে অঞ্জন ঘন
নীল নয়নে টানিয়ে ;
মলয় দিয়াছে পুষ্প-সুরভি
বনে উপবনে ছড়ায়ে ;
নিঝর দিয়াছে উৎস প্রেমের
শিখরে শিখরে ছুটায়ে ;
আমি কি দিয়েছি, কারেও আমার
স্নেহের নিঝরে নাওয়ায়ে !

মরণের প্রতি

তোমারে ভাবিবে কে বা পর !
প্রবাসী প্রিয়ার মত,
পথ চেয়ে অবিরত,
নিত্য রাখ সাজায়ে বাসর !
তোমারে ভাবিবে কেবা পর !
প্রতিদিনই গণ' দিন,
তবু নহে আশা ক্ষীণ ;—
হেন কত যুগ যুগান্তর !
কারেও বিশ্বাস নাই
রাখিয়া তোমার ঠাঁই,
যত কিছু প্রাণের রতন—
নিশ্চিন্ত করি হে শয়ন !
আমি ফিরে গেলে পরে,
দিবে তুলে মোর করে,
রাখিয়াছ করিয়া যতন,
হে বান্ধব প্রিয়-দরশন !

৫

শ্রান্ত ক্লান্ত হ'লে পরে,
তুলে নিয়ে ক্রোড় 'পরে,
দাও স্নিগ্ধ অঞ্চলের বায় ;
ঢুলে আসে আঁখিপাতা,
দূরে যায় সব ব্যথা,
শান্তি-ক্রোড়ে গভীর নিদ্রায় ।—
হে জননী ! প্রণাম তোমায় !
দীনতা হীনতা কত,
নিত্য সহি অবিরত,
তবু যেতে না হয় মনন,
স্ব-ইচ্ছায় তোমার ভবন !
সমাদরে আগুসারি',
তুমি নিয়ে যাও ধরি,
প্রিয় বৈবাহিকের মতন !

কেড়ে লও

লও লও কেড়ে লও যা কিছু আমার আছে,—
নহিলে এ মুগ্ধ হিয়া পারেনা ক যেতে কাছে।
লও লও কেড়ে লও যা কিছু আমার আছে!
এ দুটি নয়ন মম দাও গো আঁধার করে'—
নহিলে তোমার রূপে পারে না যে যেতে ভরে'!
লও লও কেড়ে লও যা কিছু আমার আছে,—
নহিলে এ মুগ্ধ হিয়া পারেনা ক যেতে কাছে!
অতুল ঐশ্বর্য্য ভরা বিচিত্র এ বসুন্ধরা
মোহিয়া এ মুগ্ধ হিয়া তোমারে ফেলিছে পাছে;
লও লও কেড়ে লও যা কিছু সুন্দর আছে!
স্বর-মুগ্ধা মৃগী সম মুগ্‌ধ হৃদয় মম
ব্যাধের বাঁশরী-রবে হের গো গিয়েছে ভুলে!
—বিস্তৃত বাগুরা ওই পথ-তরু-মূলে-মূলে;
লও লও কেড়ে লও যা কিছু আমার আছে,—
নহিলে এ মুগ্ধ হিয়া পারিবে না যেতে কাছে!

ললাট-লিখন

শুক্লা দ্বাদশীর তিথি, শারদ-শর্ব্বরী,
জ্যোৎস্না-স্নাত দিগঙ্গনা পট্টবস্ত্র পরি'
সাজায়েছে দিব্যারতি গগনের থালে।—
সমুজ্জল দীপাবলী ; গন্ধ-পুষ্প-মালে
সুহাসিনী বসুন্ধরা কনক-প্রোজ্জলা
গেঁথেছে মৃণালদামে দিব্যাম্ভোজমালা ;
রেখেছে সঞ্চিত করি' তড়াগে সরসে
সুপবিত্র দিব্য বারি নিত্য-পূজা-আশে।
তোমারে পূজিছে নিত্য বিশ্ব চরাচর ;—
আমি শুধু পূজিনা ক অজ্ঞান পামর !
কিছুই সঞ্চিত নাই ;—অধম ভিখারী ;
যাহা পাই তাই নিয়ে আত্মসেবা করি !

আজি আমি রাখিয়াছি খুলিয়া দুয়ার,
আমার কুটীরে হ'বে তব আগমন ;
ছ' দিনের শিশু-সুতা, কি নিয়তি তার
লিখিবে ; আজিকে তার ললাটলিখন ;—
কি লিখিবে জানিবারে না আছি জাগিয়া,
শান্তি-পূর্ণ করো চির এই শিশু-হিয়া !

বকুল-কুঞ্জ

কার এ সাধের কুঞ্জ
        শ্যামল শীতল ছায়—
সারাদিন রবি-কর
        ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে যায়!
প্রখর শাণিত দিঠি
        হিয়া-মাঝে নিবেশিতে
না পারিয়া ঘুরে ফিরে
        সরে' যায় সরমেতে!
কার এ নিভৃত কুঞ্জ—
        ঝুরু ঝুরু মৃদুবায়
হেলি দুলি পাতাগুলি
        মর-মর গীত গায়!
কত সাধে রোপেছিল
        সেচনিয়া আশা-বারি,
ফুটিলে কোমল বৃন্তে
        কিশলয় দুই চারি—
ফুটিলে নবীন দন্তে
        শিশুর মধুর হাসি
মায়ের হৃদয়ে যথা
        প্রবাহে পুলকরাশি!

পুরাতে দোহদ ওর
না জানি কে সুনয়না
দিয়াছিল পরসাদ
অধর-সুধার কণা !
সাফল্যের দিনে তারি
বসিয়া এ স্নিগ্ধ ছায়
অজানা তাদের স্মৃতি
ভেসে আসে ফুলবায় !
সাধের বকুল কার
ঝরি' ঝরি' অবিরল
নিদাঘ-শয়ন মোর
পেতে দেয় সুকোমল !
কেহ ঝরে' পড়ে মাথে
দেবতা-আশীষ মত,
কেহ বা কপোল চুমে
স্নেহময়ী মার মত ;
কেহ বা পরশে হৃদি,
কেহ বা চরণ চুমে'
মগ্ন করে রাখে মোরে
স্বপ্নময় মোহ-ঘুমে !

বাবলা

ঝির ঝির সরু পাতা
ঝুরু ঝুরু মৃদু বায় !
দেখে তোরে মনে হয়
অতি সুকোমল কায় !
সুচারু কুসুম লঘু
সহে না সমীর-ভর ;
রতির শ্রবণ-ভূষা,
কোমল কুসুম-থর ।
পথের পারশে থেকে
ভুলাও পথিক-মন,
কে পরালে কায়ে তোর
তীক্ষ্ণ কাঁটা আভরণ ?
তোরি ফুলে গড়ে কি রে
মধুর কুসুম-বাণ ?—
তীখন কোমলে তাই
চারু কায় নিরমাণ !

শারদ-নিশীথে

শত জনমের বিরহ-বেদনা
শত জনমের সুখ ;—
তোমার মাঝারে বিম্বিত চাঁদ,
বিস্মৃত চাঁদ-মুখ !
সৌধ-শিখরে শুয়ে একাকিনী
তোমা পানে চেয়ে থাকি ;
কভু ফুটে হাসি ঈষৎ অধরে,—
কভু আসে ভরে' আঁখি !
কোন উন্মাদনা দিয়ে সে গঠিত,
ঐ তব মুখখানি—
ভাবিয়া না পাই, হৃদয়ের সাথে
করি সদা কাণাকাণি ;
গুপ্ত বেদনা উচ্ছ্বসি উঠে
মৃদু নিশ্বাস বায় ;
ছায়াবাজি সম এক এক খানি
ছবি আসে, সরে' যায় ;—
বিস্মৃতি-মথিত—স্বপন-গঠিত
পলকে মিলায় কায় !
আদিম কালের ঐন্দ্রজালিক,
চির রাত্রি এ কি খেলা !
যে থাকে তোমার পানে ক্ষণ চেয়ে—
তাহারেই কর উতলা !

এস না

এস না এ পথে অমন করে'—
চেয়ো না অমন নয়ন ভরে' !
এত বড় ধরা মাধুরীতে ভরা,
দিবা নিশি রূপ করিয়া পান,—
তবু জানালার' পরে গেল না টান !
আজি দুলেছে বাগানে অশোকশাখা ;
মৃদু কুহরণ, অলি-গুঞ্জরণ,
করেছে বপন শরৎ রেখা !
ছিল যূথিকা-মুকুল, কামিনী বকুল,
পাতায় ঢাকা ;
ফুটাইয়া মুখ চেয়েছে পাইতে
কাহার দেখা ?
ছিনু জানালার ধারে
বসিয়া একা !

কোথা হ'তে ওই গুপ্ত সায়ক,
চমকি নিশিতে শাণিতফলক
আইল চকিতে ছুটি ?—
ভেদিয়া পলকে জাল-রন্ধ্রাবলী,
ছেদিয়া পলকে বর্ম্ম-সোনালী
ঠিকরি পড়েছে লুটি !
ওই আঁখি হ'তে সহসা ছুটিয়া,
পাখীটির মত পড়েছে লুটিয়া
আমারি বুকের কাছে ;—
সে ত আর না তোমার আছে !
এখন সে তব আমারি বন্দী,
পেতে পার ফিরে করিলে সন্ধি,
এবে হে চতুরা আঁট গে ফন্দী—
—চোরেরও উপর আছে !

বিদ্রোহ

নিদাঘ-মধ্যাহ্নে আজি সন্ধ্যা ছেয়ে আসে।
অকাল জলদপাঁতি,
উজ্জ্বল তপন ভাতি,
হেরিয়া হারায়ে চিত্ত ছায় বাহু-পাশে ;
নিদাঘ-মধ্যাহ্নে আজি সন্ধ্যা ছেয়ে আসে।
এ ঘোর দৌরাত্ম্য-পাশ,
মানে না আকুল শ্বাস,
চপল উড়ায়ে ধায় বিজয়-পতাকা !
ঘনঘোর অভ্রনীলে,
দলে দলে গাঁথি চলে,
সু-শুভ্র নিশান-পাঁতি উড্ডীন বলাকা !
সে তেজ গরিমা-ভাতি
উজ্জ্বল বরণ কাঁতি,
পলকে ফেলেছে ঢেকে, বিলুপ্ত আভাষ,
রন্ধ্র-শূন্য, বর্ত্ম-শূন্য,—কি গভীর গ্রাস !
মৃদঙ্গ-নিস্বন ঘন,
গুরু গুরু গরজন,
পলকে পলকে উঠে চমকি আঁধার ;—
ধরারে কাটিতে ছোটে তীক্ষ্ণ তরবার !

ধরা-আঁখি ছল ছল,
সপত্নী প্রকাশে বল,
নড়ে না একটি কেশ, নিষ্কম্প অধর !
কি ঘোর বিদ্রোহ শান্ত ধরণীর 'পর !
রেখেছে বাঁধিয়া ভানু,
নাশিবে ও বর তনু,
মুহুর্মুহ ঈর্ষ্যা-জ্বালা তরল অনল ;
বজ্রদাহে ওই ধৈর্য্য দিবে রসাতল !
শত তীক্ষ্ণ খর-শরে
নিক্ষেপি' ও হিয়া' পরে
বহাবে সলিল-রাশি নলিন-নয়নে ;—
তবে ত হইবে শান্তি,
মলিন ও চারু কান্তি
করিয়া নিষ্প্রভ ধরা মধ্যাহ্ন-যৌবনে !

বর্ষা-মঙ্গল

লিখিতে বর্ষার গান আর ত চাহে না প্রাণ,
কি লিখিব ভাবিয়া না পাই ;
তুমি ত আদেশ দিয়ে নিশ্চিন্ত আছ শুয়ে
আমি সে নূতন কোথা পাই !
হেথা গায়ে গায়ে ঠাসা কোঠা, টিনের পাইপ আঁটা,
নিঃশবদে পড়ে জল ঝরি ;
উঠানে ভেকের দল, করে বটে কোলাহল,
দেশে নাই ময়ূর ময়ূরী !
কলের ধোঁয়ায় ভোর, নভঃ বটে ঘন-ঘোর,—
—বরষা বলিয়া নহে আজ !
একেবারে কিছু নাই, তাও না বলিতে চাই,
—মাঝে মাঝে পড়া আছে বাজ !
ফুটো ছাত, ভিজে কোঠা, জল পড়ে ফোঁটা ফোঁটা,
ছাতে ছাতে চলে দাগরাজী ;—
আরও কি শুনিতে আছ রাজী !

শুন,

দু' পসলা হ'লে ভারী, রাজপথে চলে তরী,
জয়! জয়! ম্যুনিসিপালিটি!
নগর-বরষা সুখে ভাব ফুটে চোখে মুখে
কোথা পাবে হেন নভেল্‌টি!

বদলাতে পারি সুর এস যদি কিছু দূর
ছাড়িয়া সুন্দরী রাজধানী;
যেথা এলায়ে নিবিড় কেশে, প্রান্তরে গ্রামের শেষে,
আসন পেতেছে ঘন-রাণী!
সু-শুভ্র চামর-রাশ দুলায়ে ধবল কাশ
পথে পথে দাঁড়াইয়া সাজি;
মৃদঙ্গ-আরাব উঠে, চপলা বালিকা ছুটে,
শিখিনী বিহরে সুখে নাচি!

কেতক বিকাশি উঠে, কদম্ব শিহরি ফুটে,
শেফালী সাজায় ধরাতল;
দিগঙ্গনা কুম্ভ ভরি, ঝর ঝর ঢালে বারি,
অভিষেক বরষা মঙ্গল!
কুকো ডাকে কুব্ কুব্, পানকৌড়ী দেয় ডুব,
সারস মরাল সুখে বুলে;—
দীর্ঘিকা পূর্ণিত কূলে-কূলে!

নিবিড় নীরদ ঘন,　　　ঘনচ্ছায়-আম্রবন,
　　চৌদিকে বিস্তারি মেঘ-মায়া ;
ওদন ব্যঞ্জন পানী　　　ঢাকিয়া গামছা খানি
　　ক্ষেতে যায় কৃষকের জায়া ।
নথ খানি দুলে নাকে,　　　কলস লইয়া কাঁখে,
　　আর্দ্র-বাসে ঝর ঝরে জল ;
দাঁড়ায়ে অশ্বথ তলে,　　　বধূ ভাবে যেতে জলে,
　　উপকূল-সোপান পিছল !

স্বপ্ন-দূতী

সখি!

প্রতি পলে পলে নব প্রীতি-মালা,
পরাই যাহার গলে,
ওগো, সে কি কভু মোরে, দেখে গো স্বপনে,
বিজন মরম-তলে!
যবে, রজনীগন্ধার সুরভি নিশ্বাস
কানন আননে মাখে;
যবে, আকুল পাপিয়া ঘুমন্ত ডাকিয়া—
চমকে দিগন্ত আঁখে;
যবে, সুপ্ত জোছনা, ধরার অঞ্চলে,
মুদিত-নয়ন-পাতা;
যবে, সুশীত পবন নিশীথের কাণে
কহে গো গোপন কথা;
সখি, এ হেন নিশীথে কভু কোন রাতে
গোপন এ হিয়া খানি
গেছিলি কি নিয়ে পারশে তাহার
জানিতে রহস্য-বাণী!

চোর

নিশীথ-গভীর রাতি, নিভেছে গৃহের বাতি,
আঁধারেতে মগন ভবন ;
রূপ গন্ধ শব্দ লেশ— হইয়াছে নিরুদ্দেশ,
শুধু স্পর্শ করে জাগরণ !
সহসা বেষ্টিয়া চুপে, আনন সঁপিল মুখে,
গভীর নিশীথে কে এমন !
নূপুর বাজিল পায়, চোর পলাইতে চায়,—
খুলি হেন বাহুর বন্ধন ;—
শেষে কেঁদে করে' সোর, মোরে প্রমাণিল চোর,
—ক্ষুদে চোর নষ্ট সে এমন !

জানাজানি।

আমি যে তাহারে স্বপনেতে চাই,
কেমনে সেকথা জেনেছে ? —
নয়ন কাজলে লিখিয়া লিখন,
সে যে নীল নব ঘনে ছেপেছে !
তাই থাকি চেয়ে গগণের পানে,
পড়ি শতবার সজল নয়নে,
সকলি লিখেছে কেনই কে জানে—
নিশানাটি শুধু ভুলেছে !

'নব-পর্য্যায়ে' বঙ্গ-দর্শনের প্রতি

পূর্ব্বে তোমার ললাটে ছিল যে মহিমা
নব গৌরব দীপ্তি—
ফিরে কি আসিবে লইয়া আবার
তেমনি অতুল তৃপ্তি ?
এবে নাহি সে চন্দ্র, রজনী অন্ধ,
এ গো ক্ষুদ্র খদ্যোৎ-ব্যাপ্তি !

তবু হ'লে অন্ধকার চির-নৈরাশ
না হয় জগতবাসী ;
সদা হৃদয় দুরাশ চাহে ফিরে ফিরে
পুন সে পূর্ণিমা-হাসি ;—
সে কি আসে না, সে কি হাসে না
পুন ছড়ায়ে বিমল ভাতি ?—
ফিরে আসে ত মাধবী রাতি !

আজি আকুল নয়ন সলিল ভারে
ভরিয়া আসিছে স্মরিতে তাঁরে,
তাই নূতন বর্ষে বিষাদে-হর্ষে
বহিয়া অর্ঘ্য-ডালি—
যিনি নবীন মন্ত্র পড়িয়া অঙ্গে
দিলা নব প্রাণ মুমূর্ষু বঙ্গে,—
দিনু তাঁহারি চরণে ঢালি !

রমা ও বাণী

পার্থিব সম্পদে কভু নাহিক বাসনা,
যা দিয়েছ সেই ভাল, অধিক চাহিনা।
মদ যদি বৃদ্ধি করে রত্ন-সিংহাসনে,
বহে যদি রক্ত-নদী তল দিয়ে তার,
শোষণ করিতে যদি হয় দীন জনে,
নাহি কাজ ওগো রমে ! আমার সে ধনে ;
এ হেন সম্পদ দেবী থাক সে তোমার !
ক্ষয় পায় দানে যেই অকিঞ্চিত ধন,
তোমার ভাণ্ডারে পূর্ণ থাক সে রতন !

তোমারেই চাহি আমি ওগো মাতা বাণী !
হৃদি-পদ্মাসনে চির রাঙ্গা পা দু'খানি !
তুমি কৃপণতা কভু করো না আমারে,
মানব-জনম যদি লভি জন্মান্তরে।
তোমার প্রসাদ-দৃষ্টি হৃদয়-কুটীরে
পড়ে যার, সে কি চায় তুচ্ছ ধনে ফিরে !
কি অমৃত সুরেশ্বরী আছে তব কাছে,—
যত পায় তত চায় আরো ধায় পাছে !
ভিক্ষুকের রীতি এই করিও না রোষ,
চিরদিন থাক মোর এ দারিদ্র্য-দোষ।
যা দিয়েছ তুষ্ট তাহে হইনেক রাণী—
তোমারি দুয়ারে যেন চির ভিখারিণী !

তোমার নিকুঞ্জে বসি আদি কবি-ঋষি,
শিখেছিলা যেই গীত, আকুলিয়া দিশি
উঠেছিল গৃহে গৃহে তার প্রতিধ্বনি ;—
আজো করে বিচরণ ; স্বর্ণ-হরিণী
আজো ফিরে নেচে নেচে ; শ্যাম-বনান্তরে
মায়া-মৃগ মাগে রামা যুড়ি দুটী করে !
তোমার চরণপ্রান্তে একান্তে বসিয়া
গেয়েছিলা যে বিলাপ, এসিয়া ভাসিয়া
পণ্য-ভূমি ইউরোপে করিয়া প্রবেশ
মাতোয়ারা করিয়াছে তার সুর-রেশ
মৃদঙ্গ-গম্ভীর ঘোষে ;—সমগ্র ধরণী
কর্ণ তুলে চাহে—যেন চকিত হরিণী !
আর একবার
বৈষ্ণব নিকুঞ্জ-মাঝে ও বীণ-ঝঙ্কার
পশেছিল ;—জেগেছিল সেই প্রতিধ্বনি ;
বেজেছিল বনে বনে বলয় কিঙ্কিণী ;
মুখর মঞ্জীর রোষে করি পরিহার
ফিরেছিল কুলবতী কালিন্দীর ধার !
কে না চাহে প্রবেশিতে ও অমরাগারে ?
তার মাঝে দীনা কন্যা ;—ঠেল না তাহারে !

চিত্রাঙ্কণে

রং আর তুলি নিয়ে কাটে সারাবেলা ;
গুরুজনে বলে—'ওর এ কি ছেলে খেলা !
চল্লিশ হ'য়েছে পার, গিন্নি আখ্যা গৃহে যার,
গৃহধর্ম্ম-কাজ কর্ম্ম সব অবহেলা ।
দূর করে ফেল দেখি ছাই ভস্ম-গুলা !'
স্বীকারিয়া ল'য়ে দোষ, করি সবে পরিতোষ,
দূরে যায় বিবাদ লাঞ্ছনা ।
কাছে এসে ঘেঁসে ঘেঁসে তখন বলেন হেসে,
'এ ছবিটি হ'য়েছে মন্দ না !'
কাছে ছিল দাঁড়াইয়ে, মুখেতে আঙ্গুল দিয়ে,
'সুহাসিনী' ভ্রুকুটি-কুটিলা,
বলে 'উঁ—আস্পদ্দা এত তুমি কেন বক অত
ও যে ঠাক্‌মার শকুন্তলা !'
'কনক' কুপিয়া কয়— 'কেন একি ভাল নয়
তুমি তবে কিচ্ছুই বোঝ না !'
পড়িল হাসির রোল, দূরে গেল গণ্ডগোল,
লাঞ্ছনার উপরে লাঞ্ছনা !

অয়ি তন্বী শুচিস্মিতা, হে সুন্দরী অনিন্দিতা,
অয়ি মম আলেখ্য-লিখিতা !
অঙ্গে অঙ্গে স্নেহ-আঁখি, বর্ণ সাথে গেছে মাখি,
অয়ি মম স্বহস্ত-গঠিতা !
ঘসি মাজি সারাদিন, সদা শ্রান্তি ক্লান্তিহীন,
ঘুরে ফিরে দেখি বার বার।
কেমনে বুঝাব কায়, কি মমতা তারে হায়,
মানসী দুহিতা সে আমার !
জননী ! তোমারে স্মরি, ঝরে আজি অশ্রুবারি,
মুছে যায় আলেখ্য আমার ;
হ'লেও কুরূপা কালো, মায়ের নিকটে ভাল,
মা বিনে বুঝিবে কেবা আর !
এই যে সুন্দরী ধরা, সুনীল সাগরাম্বরা,
নবগ্রহ জোতিষ্ক মণ্ডলী ;
নরমুখ, বন্ধুজীব, শিখি, শশী, সরীসৃপ,
স্রষ্টা-চক্ষে সমান সকলি !

ঘুঘু

তোমার ও শোক-গীতি অয়ি বিহঙ্গিনী—
ওর সাথে বিজড়িত করুণ কাহিনী!
আছিলে গৃহিণী পূর্ব্বে গৃহস্থের ঘরে ;
স্বত-শাপে বিহঙ্গিনী ধরার উপরে!
শারদা পূজার তিথি হ'লে সমাগত,
পূজোপকরণ এল ভারে ভারে কত ;
কন্যা ও বধূরে দিলে বাছিবারে 'তিল'—
ভরিল কলঙ্কে তাহে সমগ্র নিখিল!
ঝেড়ে' বেছে' আনে দোঁহে হইয়া হরিষ—
মনে হ'ল অল্প বলে' বধূর জিনিস ;
ক্রোধেতে জ্বলিয়া করি শীলার প্রহার
নাশিলে বালিকা-বধূ আঘাতে তাহার!
কাঁদিয়া শাপিলা স্বত ব্যথিত অন্তরে।—
'অমঙ্গলা পক্ষী হবে ভুবন ভিতরে ;
গৃহস্থের ঘরে কভু পাবে না সম্মান ;
পোড়ো-ভিটে পোড়ো-জমী হ'বে বাসস্থান ;
র'বে লেগে সারা-দেহে বধূর শোণিমা
তিল-তিল বিন্দু-বিন্দু কলঙ্ক-কালিমা!'
প্রতিবাসী সবে দিয়া ধিক্কার প্রচুর
দেখালে মাপিয়া ;—শস্য হ'ল ভরপূর।
চিত্রাবতী নাম ছিল তোমার বধূর
তাই ডাক 'উঠ চিতু পূর—পূর—পূর!'

নববর্ষে

নবীন বরষে, উদিল হরষে,
পূরবে বিমল উষা ;
আধ-ফুট-ফুট লাজুক কমলে
পরিয়া কোমল ভূষা ;
কাছেতে অরুণ, যুবক তরুণ,
অনুরাগে দীপ্ত-আঁখি ;
পুলকে অধীর প্রভাত সমীর
ছুটিতেছে থাকি থাকি ;
উথলি' উথলি' বিহগ কাকলী
সমীরে তুলিছে তান ;
নূতন বরষে, প্রকৃতি হরষে,
ম্রিয়মান কেন প্রাণ !

কেন রে জাগে না— কেন রে ফোটে না—
হৃদয়ে নবীন আশা !
কাহার বিরহে মলিনা ভারতী,
কোথা রে নবীন ভাষা !
শুনিয়া যে গান কম্পিত প্রাণ
ভারত উঠিবে মাতি ;—
যে গান শুনিয়া উঠিবে ফুটিয়া
আঁধারে পূর্ণিমা রাতি !

কোথায় সে তার— কই সে ঝঙ্কার—
চির নিদ্রিত—কোথা !
ভারতী প্রবীণা করিতে নবীনা
কোথা সেই মন্ত্র গাথা !

ঊষে, ছি ছি ও রূপেতে এসনা ভারতে
অত কোমলতা মাখি ;
নাই ও নয়নে তীব্র তেজ-জ্বালা,
ফেল ফেল ঢেকে আঁখি !
হেথা, রূপের মদিরা পিয়ে পিয়ে কবি
হয়েছে বিহ্বল প্রাণ ;
ঢাক ঢাক মুখ— ঢাক অন্ধকারে—
কর কর পরিত্রাণ !
তাহে, যদি ভুলে তান, গাহে অন্য গান,
যদি ডাকে মঞ্জু-ভাষী ;
কুহু কুহু কুহু দিগন্তে উথলি'
দেখায় 'কু' রাশী রাশী !
পরে' নব ভূষা, লো নবীনা ঊষা,
কি দেখিতে এলি হেথা,—
অস্থি-চর্ম্ম-সার ভারত মাতার
পর পদতলে মাথা !
গৃহে গৃহে সব হাহাকার রব—
ভাই না বিশ্বাসে ভায়ে ;
নাহিক ঐক্যতা, কাঁদিছে বন্ধুতা,
—সভ্রম পাদুকা ব'য়ে !

নারকী পিশাচ জনক বিনাশ
কেহ করে অর্থ লাগি !
স্নেহের পুতলী কৃপাণেতে ফেলি
হতেছে কলঙ্ক-ভাগী !
তীব্র-বাক্য বাণ দ্বেষ ঈর্ষা ভাণ
অবিচার ব্যভিচার ;
নিন্দা জল্পনা, মিথ্যা প্রতারণা,
মানবের অলঙ্কার !
নাহি বদান্যতা, নাহিক শীলতা,
কেবল ভীরুতা ধরে'
নারীর ধরম,— সতীত্ব সরম
তাও বুঝি যায় সরে' !
জীবন্তেতে শব, ভারত নীরব,
দেখিয়া ফাটে গো প্রাণ !
কে দিবে হরষ— নবীন বরষ ?—
—কোথা রে নবীন প্রাণ !

বেলা যায়

ও গো ছেড়ে দাও পথ এবারের মত
লইয়া আকুল বিনতি ;
আমি করিয়া শপথ বাহি দূর পথ
শিরে বিরহের বেসাতি ;—
অমার আঁধার ধরে' শিরে ফিরে
ম্লান শর্ব্বরী যেমতি।
কোথা যেতে চাই জানি না যে তাই
শুধু ঘুরে মরি সারাদিন ;
কত ঘোরা নিশি যাপি তটে বসি'—
কত মধু-নিশি আশাহীন !

নাহি কিছু বিত্ত, কুতুকী চিত্ত
বৃথা চঞ্চল লালসে ;—
শুধু—শুধু আছে আকুল নিশ্বাস,
অশ্রু-শীকরে মাখা সে ;
আছে ও গো আর বন-প্রসূনের
শুষ্ক গাছেক মালিকা,—
আছে ও গো আর লাজ-পিঞ্জরের
বদ্ধ মূক শুক সারিকা !

আছে সুরক্ষিত		যতন-সঞ্চিত
ব্যর্থ বাসনার ছায়া গো—
বহে' যায় বেলা		যাই এই বেলা
ছাড় ক্ষণিকের মায়া গো !
হে পথিকবর,		কোথা তব ঘর,
করুণ আঁখিতে কি ভাষা ?—
পথে শত ধূলি		উড়ে যায় চলি
বুকে বহি মরু পিপাসা !
ওগো অনিমিষে,		কি দেখিছ মুখে,
চেওনা অমন করিয়া ;
আছে দুই খানি		শ্রাবনের মেঘ
এই আঁখিকোণ ভরিয়া!

বর্ষশেষে

আজ বর্ষ শেষে
ভাবি বসে' বসে'—
কি করেছি দেখি মিলায়ে।
নব বসন্তের গাঁথা ফুলদাম
কোথায় ফেলেছি হারায়ে!
শূন্য ফুল-সাজি, ফিরি বনে বনে,
মালিকার কথা শুধু উঠে মনে,
কত সাধ ব্যথা দিয়ে সে যে গাঁথা,
অশ্রু-শিশিরে ভিজায়ে!
আকুল হৃদয় খুঁজি চারিধার,
কার শিরে বাঁধা মোর ফুলহার,
দিয়েছি কি কবে নিমেষে ভুলিয়ে,
অথবা নিয়াছে হরিয়ে!
কেন আজি হেন হৃদয় বিকল,
থেকে থেকে আসে নয়নেতে জল,
কে নিল আমার নিজনসম্বল,
পথে একা পেয়ে কাড়িয়ে!

কবে বনবীথি ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
কি ধরেছি চাপি যুগল মুঠিতে,
নিজনে গোপনে খুলিয়া দেখিতে,
গিয়াছে পাখীটি উড়িয়ে !
কোথা তরুতলে ধূসর সন্ধ্যায়,
স্বপন-মগন ভেবেছি কাহায়,
কোন নদীকুলে অশ্বথের ছায়,
রচেছি মানস গাথাটি ;—
দিয়ে আমারি—আমারি ব্যথাটি!
আজিকে মধুর মুক্ত বাতাসে,
মেলি তারা পাখা ভ্রমে দেশে দেশে,
সকল গুপ্ত হয়েছে মুক্ত—
—কে নেছে তুলিয়া ঢাকাটি !

জীবন-সন্ধ্যায়

গাহিতে প্রেমের গান, আর ত চাহেনা প্রাণ,
হের ম্লান আলোকের ভাতি ;
দ্বিতীয়ার চন্দ্রলেখা, ক্ষীণ বাসনার রেখা,
নিশি শেষে নিভ-নিভ বাতি !
বিদায় বিদায় সবে— দেখা হবে নাহি হবে,
যাব চলি বহু দূর দেশ !
র'ব বা না র'ব মনে, কোন হৃদয়ের কোণে,
জানিতেও নাহি আশা শেষ !
অপূর্ণ বাসনা যত অস্ফুট মুকুল মত—
ধূলায় রহিয়া গেল পড়ি !
জীবনের কত ব্রত, অসম্পূর্ণ চিত্র মত,
হেথা হোথা র'ল ছড়াছড়ি !
নাহি তাহে কোন ক্লেশ, বাসনার স্বল্প-শেষ
শুধু যেন নাহি যায় সাথে ;
বিমল আলোক-বীথি, নষ্ট করে পথ-ভীতি,—
যাত্রা করি পূর্ণিমার রাতে !
আঁখিযুগ দীপ্তিহীন, জীর্ণ তনু ক্রমে ক্ষীণ,
কৃষ্ণ কেশে শুক্লতা প্রবেশ ;
তেতাল্লিশ হয়েছে নিঃশেষ !

ধূলা

কোন্ ঐন্দ্রজালিকের অস্থি-অবশেষ
কহ তুমি, লো কণিকে, মোর কাণে কাণে !
সমীর-বাহিনী তন্বী, কে না তোমা জানে ?—
উড়ে উড়ে কর সদা কাহার উদ্দেশ !
কোথায় এ হেন স্থান নাহি যথা গতি ?
প্রকাশ্য নিবাস পথে ; যাও পায় পায়—
ঘৃণা ভরে ফেলে ঝেড়ে কেবা না তোমায় !
নিরভিমানিনী অয়ি, তবু কর স্থিতি
লুকায়ে গৃহের কোণে ; অযত্ন-লালিতা !
দরিদ্র বালিকা মত ধনীর ভবনে ;
দীনেরো কুটীরে তুমি নহ সম্মানিতা !
লো মলিনা ! অই তব মলিন বসনে
ঢাকা যে সৌন্দর্য্য রাশি, বিশ্বানুলেপনা,
মোরা বিজ্ঞ, মোরা অজ্ঞ ! চিনেও চিনি না !

জগত-জননী-রূপা ! তোমারে সে চিনে
স্বভাব-দীক্ষিত শিশু ;—মহানন্দমনে
মাথে কায় নিয়ে তুলে অঞ্জলি অঞ্জলি ;—
নগ্ন অঙ্গে কিবা শোভা ধর তুমি ধূলি !
সর্ব্বাঙ্গে বুলায়ে কর দাও সাজাইয়া ;
নেহারি সন্ন্যাসী-নাগা মুগ্ধ হয় হিয়া !
বাল্যসখী, চিনি তব মধুর মূরতি,—
করিয়াছি একদিন সাদরে আরতি !
আদ্যন্ত-রূপিণী তব মহিমা অশেষ,
অবসান তোরি মাঝে সর্ব্ব গর্ব্ব-লেশ !

187